তারিখ ১৭/১১/২০০০
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

দৈনিক ইনকিলাব

চবির সাংবাদিকতা বিভাগে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসছে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ সাংবাদিকতা বিভাগের অনার্স ফাইনালের প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় এখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসছে। পরীক্ষা শুরু হওয়ার ১৫ দিন আগেই ১২টি কোর্সের ১০০% প্রশ্ন ফাঁস করে দেয়া হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শৃঙ্খলাবিরোধী কাজে লিপ্ত হওয়ায় ৪ ছাত্রকে শোকজ করা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা নতুন পরীক্ষা কমিটি গঠনের দাবী জানিয়েছে। সাংবাদিক বিভাগের অনেক হবু শিক্ষকের স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। পরিস্থিতি থমথমে।

বিভাগীয় সূত্র জানায়, এই পরীক্ষা কমিটির বহিঃস্থ সদস্য হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক আরেফীন সিদ্দিক। তার উপস্থিতিতে গত ৩০ সেপ্টেম্বর পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত করা হয়। এর পরদিন পহেলা অক্টোবর থেকে দুর্গা পূজা উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়।

সূত্র জানায়, প্রশ্নপত্র চূড়ান্ত হওয়ার পর পরীক্ষা কমিটির এক সদস্যের ব্যক্তিগত কম্পিউটার থেকে কম্পোজ করতে দেয়া হয়। এই সুযোগে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের সময়ই প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা ঘটে বলে আশংকা করা হচ্ছে। সূত্র মতে সর্বপ্রথম এক ছাত্রীর কাছে হাতে লেখা প্রশ্ন পৌঁছে এবং এ প্রশ্ন দিয়ে ১৫ অক্টোবর পরীক্ষা শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রীতিমত রিহার্সেল হয়। প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা জানাজানি হওয়ার ঘটনাও চাঞ্চল্যকর। জানা গেছে, ৩০০ নম্বর কোর্সের যেসব প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে সেগুলো ছিলো রিপোর্টিং বিষয়ক টোকা (gottings)। কিন্তু প্রশ্নপ্রাপ্তদের কেউ কেউ টোকা মেলাতে না পেরে সিনিয়র ছাত্রদের দ্বারস্থ হয়। তখনই প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি জানাজানি হয় এবং গ্রুপভিত্তিক শিক্ষকরা পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্য এ ঘটনা সাংবাদিকদের কাছে প্রকাশ করেন।

প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় জড়িতদের গতিবিধি অনুসরণ করে বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা ইতোমধ্যে তাদের সনাক্ত করতে পেরেছে। তবে কর্তৃপক্ষীয় তদন্তের সুবিধার্থে আপাতত তাদের নাম প্রকাশ করছে না। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, যে ছাত্রীটি সর্বপ্রথম প্রশ্ন পায় তাকে বিভাগের শিক্ষক বানাবেন বলে এক শিক্ষক ঘোষণা দিয়েছিলেন। এই ঘোষণা বাস্তবায়ন করতে গিয়েই ঘটে যায় এহেন কেলেংকারী। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের আশীর্বাদপুষ্ট আরও কয়েকজন ছাত্র প্রশ্ন না পেয়ে ক্ষুব্ধ হয় এবং হাতেলেখা কয়েকটি প্রশ্নের কপি বিভাগীয় সভাপতির কাছে হস্তান্তর করে। গত ১৫ অক্টোবর ৩০১ নম্বর কোর্সের সুনির্দিষ্ট ৩টি প্রশ্নের 'টোকা' মিলে গেলে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়ে ছাত্র-শিক্ষকরা নিশ্চিত হন এবং ঐ কোর্সের খাতা জব্দ করেন।

এদিকে প্রশ্ন ফাঁসের জন্য একজন শিক্ষককে সন্দেহ করে ১২টি কোর্সের মধ্যে তাঁর পাঠদানভুক্ত অপর কোর্স ৩০২-এর পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। এই পরীক্ষাটি গতকাল (বুধবার) অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। ছাত্র-শিক্ষকদের আশংকা প্রশ্ন যদি ফাঁস হয়ে থাকে তাহলে সবক'টি কোর্সের প্রশ্নই ফাঁস হয়েছে। এ জন্য নতুন পরীক্ষা কমিটি গঠন করে নতুন প্রশ্ন প্রণয়নের মাধ্যমে পুনরায় পরীক্ষা অনুষ্ঠান জরুরী এই দাবীতে ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলনে যাচ্ছে।

এদিকে সাংবাদিকতা বিভাগের প্রশ্ন ফাঁস ও ছাত্র-শিক্ষকদের দলাদলির সাথে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতিকে জড়িত করায় বর্তমানে শিক্ষকদের মধ্যে সাংবাদিকভীতি দেখা দিয়েছে। গত মঙ্গলবার সমিতির সভাপতি তৌহিদ ইবনে ফরিদের নামে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয় যে, প্রশ্ন ফাঁসের খবর পরিবেশন করায় ৩ সাংবাদিকের ওপর হামলা হয়। এই ৩ জন হল আজকের আওয়াজের নজরুল ইসলাম, বাসসের জসিম উদ্দিন খান ও সমিতির সাধারণ সম্পাদক সফিউল, হাসনাত রুহিন। হামলার জন্য দায়ী করা হয় ৩য় বর্ষের ছাত্র মোশাররফ হোসেনকে। এই বিবৃতি সূত্রে ৩ সাংবাদিকের ওপর হামলা মর্মে স্থানীয় এক পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হলে শিক্ষকবৃন্দ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। শিক্ষকদের মতে, মঙ্গলবার সাংবাদিকতা বিভাগের মারামারিতে লিপ্তদের মধ্যে ৩ জন পত্রিকার সাথে জড়িত হলেও তাদের প্রধান পরিচয় হচ্ছে সাংবাদিকতা বিভাগের ছাত্র।